তারিখ 08 JUN 2016
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

সংবাদ

নারী শিক্ষায় এগিয়ে বাংলাদেশ

এশিয়ার শীর্ষ দেশগুলোর কাতারে

রাকিব উদ্দিন

নারী শিক্ষায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণেরও হার বাড়ছে। ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে টিকে থাকার হার। বিগত ৮/১০ বছরে নারী শিক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষায় ঠিকে থাকার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে শীর্ষ দেশগুলোর কাতারে। এছাড়া বিশ্বের মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ৪৯ শতাংশ হলেও বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৫১ শতাংশই ছাত্রী। ১৯৯৫ সালে হাইস্কুলে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল ৪৬ দশমিক ৯১ শতাংশ। ২০১১ সালে এই হার ছিল ৫৩ দশমিক ৬১ শতাংশ। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, বিনামূল্যে বই বিতরণ, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি, বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা, ছাত্রছাত্রীদের সহাবস্থান নিশ্চিত, ছাত্রী উত্যক্তকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের দৃঢ় অবস্থান এবং সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণেই শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। তাছাড়া ধর্মীয় কুসংস্কার এখন আর মেয়েদের গৃহের অভ্যন্তরে আটকে রাখতে পারছে না। তবে বাল্যবিবাহ, আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও কুসংস্কারের কারণে গ্রামাঞ্চলের হাইস্কুল ও কলেজ স্তর সম্পন্ন করার আগেই বিপুলসংখ্যক ছাত্রী ঝরে পড়ছে।

এ ব্যাপারে 'সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট-২' (এসইএসপি)-এর প্রকল্প পরিচালক আফজাল হোসেন সংবাদকে বলেন, 'এ বছর আমরা প্রায় সাড়ে দশ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দিয়েছি, যাদের ৩০ ভাগ মেয়ে ও ১০ ভাগ ছেলে। এই উপবৃত্তির একটি বড় শর্ত হলো এসএসসির আগ পর্যন্ত মেয়েরা বিয়ে করতে পারবে না। এরফলে নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে উপবৃত্তি যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে।'

বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে প্রায় নারী : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

নারী : শিক্ষায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৯৯ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ের আওতায় এসেছে উল্লেখ করে আফজাল বলেন, 'উপবৃত্তি ও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে প্রাথমিক উত্তীর্ণ প্রায় ৯৮ ভাগ মেয়ে মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হচ্ছে।'

১৯৯৪ সাল থেকে প্রকল্পের অধীনে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি সুবিধা প্রদান করা শুরু হয়। ওই সময় বিদ্যালয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল ৩৩ ভাগ। বর্তমানে মাধ্যমিকে মেয়েদের অংশগ্রহণ প্রায় ৫১ শতাংশের বেশি। বিদেশি দাতা সংস্থার সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুল ও কলেজ স্তর পর্যন্ত প্রায় ২০ ভাগ মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি সুবিধা দেয়া হয়।

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও গড় পাসের হার (গত ১১ মে প্রকাশিত) উভয় সূচকেই মেয়েরা এগিয়ে ছিল। এ বছর দশ বোর্ডে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের পাসের হার শূন্য দশমিক ১৯ শতাংশ বেশি। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এ বছর ছাত্রের তুলনায় ১৭ হাজার ৬১৬ জন ছাত্রী বেশি অংশগ্রহণ করেছে এবং ১৪ হাজার ৭৯১ জন ছাত্রী বেশি উত্তীর্ণ হয়েছে। কলেজ পর্যায়েও মেয়েদের অংশগ্রহণ ছেলেদের চেয়ে বেশি। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯৯৯ সালে ৬০ দশমিক ৮ শতাংশ ছাত্রী কলেজে একাদশ শ্রেণী সম্পন্ন করতো। ২০১১ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৭৪ দশমিক ৯৩ শতাংশে। বর্তমানে এই হার প্রায় ৭৬ শতাংশ। এতে বুঝা যায়, স্কুল ও কলেজে মেয়েদের অংশগ্রহণ যেমন নিয়মিত বাড়ছে, তেমনি ঝরে পড়ার হারও কমছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর তাসলিমা বেগম সংবাদকে বলেন, 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে উপবৃত্তি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার, বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং সর্বোপরি অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির কারণেই শিক্ষায় মেয়েরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের শিক্ষিত করতে সরকারের নানামুখী প্রচেষ্টা তো আছেই। আর অভিভাবকরাও এখন মেয়েদের ঘরের কাজে লাগাতে চান না।'

শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ও ঠিকে থাকার হার বৃদ্ধির কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে। প্রাথমিকেও এই হার সামান্য কমেছে। শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৮ সালে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ছিল ৬১ শতাংশেরও বেশি, ২০১৫ সালে এই হার কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ দশমিক ২৯ শতাংশে। উচ্চ শিক্ষা স্তরে ২০০৮ সালে ঝরে পড়ার হার ছিল প্রায় ৪৭ শতাংশ, ২০১৫ সালে এ হার ২২ দশমিক ৭০ শতাংশ নেমে আসে।

দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ দেশগুলোর কাতারে বাংলাদেশ

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত 'শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০১৫' প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন শীর্ষ দেশগুলোর কাতারে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের অংশগ্রহণে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ওপরে আছে কেবল ভুটান। ভুটানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী হচ্ছে ৫১ শতাংশ। আর বাংলাদেশ ৫০ দশমিক ৯ শতাংশ ছাত্রী। এছাড়া ইরান ৪৭ দশমিক ৫, ভারত ৪৭ দশমিক ৬, নেপাল ৫০ দশমিক ৬, আফগানিস্তানে ছাত্রীর অংশগ্রহণ ৩৪ দশমিক ৬, শ্রীলঙ্কা ৫০ দশমিক ৯ এবং পাকিস্তানে শিক্ষার্থীদের ৪২ দশমিক ৩ শতাংশ নারী।